Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

13 October 2023 / 27 Rabiulawal 1445H

নবীজীর পদাংক অনুসরণ করাঃ জীবনের উন্নতি ও শান্তি সুরক্ষা করা

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

الحَمدُ لِلَّهِ الذِي أَكرَمَنَا بِخَيرِ البَرِيَّة، وَجَعَلَهُ ﷺ هَادِيًا وَنَاصِحًا لِأُمَّتِهِ جَامِعًا بِأَشرَفِ مَزِيَّة، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً نَرجُو بِهَا حُسنَ الخِتَام، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ مُبَلِّغُ الشَّرَائِعِ وَالأَحكَام، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّم عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَئِمَّةِ الهُدَى وَالأَعلاَم، المُلْحَقِينَ بِهِ فِي التَبْجِيلِ وَالإِكرَامِ. أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ.

আসুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থেকে আমরা তাঁর প্রতি ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আসুন, আমরা আমাদের জীবনে নবীজীর পদাংক অনুসরণ করি এবং তাঁর নির্দেশনা মেনে চলি যা করলে আমরা নিশ্চিত ইহকালে এবং পরকালে উন্নতি ও শান্তি লাভ করতে পারব। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

এখনও রবিউল আউয়াল মাস চলছে। আমরা এখন দেখব কিভাবে আমাদের নবী করিম (সঃ) নিজের ভেতরে পৃথিবীর সকল মানুষের উন্নতি ও শান্তির জন্য একটি বোধ লালন করতেন। এটা মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বেহেশতে প্রবেশের চাবিকাঠিগুলির মধ্যে একটি। নিম্নে উল্লেখিত নবীজীর এই হাদীসটির প্রতি আমরা একটু আলোকপাত করি;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ: أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامٍ

অর্থঃ হে মানবসকল, তোমরা চারিদিকে শান্তি প্রচার কর, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, পরিবারের বন্ধন রক্ষা কর এবং মানুষ যখন ঘুমে মগ্ন থাকে তখন ইবাদতে নত থাকো , তবেই তুমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। (ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

এই হাদীসটি যখন বর্ণিত হচ্ছিল তখন মদিনা শহরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটিটি কেমন ছিল আমরা তার দিকে একটু আলোকপাত করি। সে সময়ে মদিনা শহরের বিভিন্ন দলের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ, ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত যা থেকে কখনও কখনও মহা সহিংসতার সৃষ্টি হত। তবে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে মিলিত একটি দেশের নেতা হওয়ায় আমাদের নবী করিম (সঃ)কে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এবং তিনি মক্কা ও মদিনার এই বিভিন্ন দলের মানুষের মধ্যে একটি স্থায়ী ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আসুন আমরা দেখি ''আশফু আস সালাম'' কথাটির অর্থ কি? মানুষের মধ্যে সর্বত্র শান্তির বার্তা ছড়ানোর যে আদেশ আমাদের ওপর অর্পিত আছে তার ওপর আমরা একটু আলোকপাত করি। যখন মানুষ যুদ্ধের

হানাহানীত ব্যস্ত এখন পবিত্র কোরান শরীফ আমাদেরকেযেখানে যতটা সম্ভব শান্তিকে অগ্রাধিকার দিতে শিক্ষা দেয়।

সুরা আল আন ফালের ৬১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে,

* وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦١

অর্থঃ আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত।)

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

মহান পবিত্র কোরান শরীফের সুরা ফুরকানের ৬৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা আছে;

وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ٦٣

"তারাই পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'।"(সুরা ফুরকানঃ৬৩)

এই আয়াতটি মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা**র** প্রকৃত বান্দাদের উন্নত আচরণগুলির রূপরেখা বর্ণনা করে যাঁরা কিনা মূর্খ লোকদের সাথেও দয়ালু এবং শান্তিপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করেন। আমরা যেন ভুলে না যাই যে "সালাম" শব্দটি কেবলমাত্র অভিবাদনমূলক একটি শব্দ নয় ; এর একটি গভীর অর্থ আছে। এটা আমাদের প্রতিটি কাজের,কথার এবং আমাদের চারপাশে যত ঘটনা ঘটে তার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়ার ভাল দিকগুলি তুলে ধরে; বিশেষ করে তখন যখন আমাদের কাজগুলি ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নীতিমালার দৃষ্টিকোণ থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

এভাবেই আমরা আমাদের ধর্মচর্চা করে থাকি এবং ধর্মীয় জীবনের রূপরেখা দাঁড় করাই। আমরা মুসলমানরা শান্তির ধারণা পোষণ করে থাকি এবং সালাম দেয়ার গুরুত্বকে মূল্য দেই। তাই, যদি কোনখানে লিবিয়ার বন্যার মত বা আফগানিস্তানের ভূমিকম্পের মত কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় এবং এখন যেমন আন্তর্জাতিক কলহের শিকার হয়ে যুদ্ধে প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের মত কারো যন্ত্রণা ও কষ্টের কথা আমরা জানতে পারি তখন আমাদের অন্তর যা কিনা সাধারণতঃ অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধায় অবনত , সেই অন্তর ব্যথিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, দুঃখ পায় এমনকি আমরা এতে অনেক সময় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি।

বিশেষ করে যখন নিরীহ প্রাণ বিনাশ করা হয়, যখন শিশুরা চোখের নিমেষে এতিমে পরিণত হয় এবং ঘরবাড়ী মাটিতে মিশে যায়। আর এইসব দুঃখজনক ঘটনাগুলি আসলে মানুষের সৃষ্টি যা-কিনা অন্য আরো অনেক মানুষকে আক্রান্ত করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে। সহিংসতা, আগ্রাসন এবং নিপীড়ন আমাদের মুসলমানদের মূল্যবোধ ও স্বকীয়তার সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থানে বিরাজ করে, আমাদের মনোভাবের সাথে তা মেলে না। এবং সেগুলি আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও নির্দেশনার সাথেও বিরোধিতামূলক।

তাই, মানবতা বিপন্নের এই কঠিন সময়ে আমাদের উচিত আমাদের অন্তর বিশুদ্ধ করা এবং অন্যের প্রতি সবরকম ঘৃণা, বিদ্বেষ মন থেকে দূর করে আমাদের অন্তরকে আরো সহানুভূতি, দয়া এবং ক্ষমায় পরিপূর্ণ করতে হবে।

আমাদেরকে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আরো বেশী করে ইবাদত করা দরকার যাতে আমরা সবরকমের নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়ন দূর করে সর্বত্র শান্তি রক্ষা করতে পারি। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে যাঁরা এই যুদ্ধের দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত আছেন, তাঁরা যেন আরো শক্তি ও সহানুভূতি অর্জন করে এই কলহের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে পারেন। আসুন আমরা মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে হাত

তুলি এবং আরো বিনয়ের সাথে দোয়া করতে পারি যেন এই পৃথিবীতে শান্তি, স্থির অবস্থা ও উন্নতি বজায় থাকে।

যাঁরা এই যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন এবং এই দুঃখজনক ঘটনার শিকার হচ্ছেন, আমরা তাঁদের জন্য দোয়া করি।

মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদের পরিবার এবং সম্প্রদায়কে এইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও সহনশীলতা প্রদান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

Brothers and sisters,

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

লিবিয়ার বন্যায় রিলিফ সহায়তা পাঠানোর জন্য দ্যা রাহমাতান লিল আলামীন ফাউন্ডেশন অর্থসাহায্য সংগ্রহের মানবিক কাজে লিপ্ত হয়েছে।

গত একশ' বছরে এমন ভয়াবহ বন্যা লিবিয়ায় দেখা যায়নি। এতে ৪০০০ জনের ও বেশী লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং ২৫০০০০ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আপনার অর্থ সাহায্যে অবিলম্বে আবশ্যক জরুরী আশ্রয়স্থান, মেডিক্যাল সাপ্লাই, এবং মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি সাপ্লাই কেনা ছাড়াও মানসিক সহায়তা প্রদানের কাজে ব্যবহার করা যাবে।

মসজিদের ভিতরে লিবিয়ায় বন্যা নামক যে দানবাক্সটি আছে সেখানে আপনার সাহায্য প্রদান করা যাবে।

এছাড়া, রাহমাতান লীল আলামীনের ওয়েবসাইটে গেলেো এ ব্যাপারে আরো তথ্য পেয়ে যাবেন।

মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদের সকল দুঃখ কষ্টের ভার লাঘব করে দিন এবং দুনিয়ার এই সমস্ত পরীক্ষাসমূহ মোকাবেলা করার জন্য তাঁদেরকে যথেষ্ট শক্তি ও ধৈর্য্য প্রদান করেন। আমীন!

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً يا رب العالمين، اللَّهُمَّ اكْتُبِ السَّلَامَةَ وَالعَافِيَةَ لَنَا وَلِجَمِيْعِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً وانْصُرِ المُسْتَضْعَفِينَ فِي كُلِّ مَكَان، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ،

وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.